সাহাবায়ে কেরামের
ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

(৫৪জন সাহাবীর জীবনী)

১

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

মাওলানা মাসউদুর রহমান

অনূদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

১। আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী—৩১
২। সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী—৪১
৩। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী—৫৩
৪। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী—৬৫
৫। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব—৭৯
৬। বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী—৮৯
৭। সুমামা ইবনে উসাল—৯৯
৮। আবু আইয়ূব আল-আনসারী—১১১
৯। আমর ইবনুল জামূহ—১২৩
১০। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ—১৩৫
১১। আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—১৪৭
১২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—১৫৯
১৩। সালমান আল-ফারসী—১৭৩
১৪। ইকরিমা ইবনে আবী জাহল—১৮৫
১৫। যায়েদ আল-খাইর—২০১
১৬। আদিই ইবনে হাতিম আত-তাঈ—২১৩
১৭। আবু যর আল-গিফারী—২২৫
১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম—২৩৭
১৯। মাজযাআ ইবনে সাওর আস-সাদূসী—২৪৭
২০। উসাইদ ইবনুল হুযাইর—২৫৭
২১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—২৭১
২২। নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী—২৯১
২৩। সুহাইব আর-রূমী—৩০৫
২৪। আবুদ দারদা—৩১৭
২৫। যায়েদ ইবনে হারেসা—৩৩৫
২৬। উসামা ইবনে যায়েদ—৩৪৯

২৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ—৩৬১
২৮। উমাইর ইবনে সাদ (বাল্যজীবন) —৩৭১
২৯। উমাইর ইবনে সাদ (কর্মময় জীবনে) —৩৮৩
৩০। আবদুর রহমান ইবনে আউফ—৩৯৫
৩১। জাফর ইবনে আবী তালেব—৪০৯
৩২। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস—৪২৯
৩৩। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস—৪৪৫
৩৪। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান—৪৫৭
৩৫। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী—৪৭১
৩৬। বেলাল ইবনে রাবাহ—৪৮১
৩৭। হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী—৪৯৫
৩৮। আবু তালহা আল-আনসারী—৫০৭
৩৯। ওয়াহ্শী ইবনে হারব—৫১৯
৪০। হাকীম ইবনে হাযাম—৫২৯
৪১। আব্বাদ ইবনে বিশ্র—৫৩৯
৪২। যায়েদ ইবনে সাবেত আল-আনসারী—৫৪৭
৪৩। রাবীআ ইবনে কাআব—৫৫৭
৪৪। যুল বিজাদাইন—৫৬৯
৪৫। আবুল আস ইবনে রাবী—৫৭৯
৪৬। আসেম ইবনে সাবেত—৫৯১
৪৭। উতবা ইবনে গাযওয়ান—৬০১
৪৮। নুআইম ইবনে মাসউদ—৬১৩
৪৯। খাব্বাব ইবনুল আরত—৬২৯
৫০। রাবী ইবনে যিয়াদ আল্-হারেসী—৬৪১
৫১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম—৬৫৫
৫২। খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস—৬৬৭
৫৩। সুরাকা ইবনে মালেক—৬৮১
৫৪। ফাইরূয আদ-দাইলামী—৬৯৫

সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী

সাঈদ ইবনে আমের এমন একজন মানুষ, যিনি দুনিয়া দিয়ে আখেরাত ক্রয় করেছিলেন এবং আল্লাহ ও রাসূলকে সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য করেছিলেন।

—ঐতিহাসিকদের মতামত

মক্কার অদূরে 'তানঈম' এর খোলা প্রান্তর। যেখানে আজ কুরাইশ নেতাদের আহ্বানে সমবেত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মক্কার তরুণ সাঈদ ইবনে আমেরও অন্যদের মতো তানঈমের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তানঈমের এই খোলা ময়দানে আজ প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে মুহাম্মাদের এক সহচর খুবাইব ইবনে আদিইকে। যাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দী করে আনা হয়েছে মক্কায়।

টগবগে যুবক সাঈদ ইবনে আমের সমবেত জনতার ভিড় ঠেলে ঠেলে পৌঁছে গেল একেবারে সম্মুখসারিতে। এমনকি এই আনন্দ মিছিলের নেতৃত্ব দানকারী কুরাইশের বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দ—আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং সফওয়ান ইবনে উমাইয়া প্রমুখের পাশাপাশি গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

এতে তিনি খুব কাছ থেকে দেখতে পেলেন কুরাইশের শৃঙ্খলিত বন্দীকে। যাঁকে বহু মানুষের ঠেলা আর ধাক্কা খেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে

যেতে হচ্ছে চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে। যাঁকে হত্যা করে শাস্তি দেওয়া হবে মুহাম্মাদকে। যাঁকে হত্যার মাধ্যমে বদরযুদ্ধে নিহত আত্মীয়দের কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

* * *

জনতার এই বিশাল ভিড় বন্দীকে ঠেলে নিয়ে যখন উপনীত হলো প্রস্তুতকৃত বধ্যভূমিতে, দীর্ঘদেহী তরুণ সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী দাঁড়িয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন খুবাইবকে। তাঁকে নেওয়া হচ্ছিল শূলমঞ্চের দিকে। নারী-পুরুষ ও শিশুর উৎকট চেঁচামেচির মধ্যেও তিনি শুনলেন খুবাইবের দৃঢ়, অকম্পিত শান্ত কণ্ঠস্বর... তিনি বলছেন-

'তোমরা যদি হত্যার পূর্বে আমাকে দু'রাকাত নামাযের সুযোগ দিতে চাও, তাহলে দাও...'

এরপর খুবাইবকে দেখলেন কাবার দিকে ফিরে দাঁড়াতে, দু'রাকাত নামায পড়তে। আহা! সে যে কী চমৎকার নামায! দু'রাকাত নামাযের সে যে কী পরিপূর্ণতা! নামায শেষে তিনি নেতৃবৃন্দের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যুর ভয়ে দীর্ঘ নামাযের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করছি—তোমাদের এই ধারণার ভয়টা যদি আমার না হতো, তাহলে আরও বেশি দীর্ঘ নামায পড়তাম।'

এরপর সাঈদ ইবনে আমের স্বচক্ষে তাঁর কওমের নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখলেন। দেখলেন জীবন্ত খুবাইবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করে কেটে ফেলা হচ্ছে। এরই মধ্যে কুরাইশ নেতারা জিজ্ঞাসা করল খুবাইবকে,

'তুমি কি নিজের শাস্তি মুহাম্মাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাও?'

খুবাইব কর্তিত দেহে রক্তরঞ্জিত হয়েও চিৎকার করে জবাব দিলেন,

কোনো পাথর তার ওপর নিক্ষিপ্ত হবে অথবা কোনো বজ্রের আঘাত তার জীবনের অবসান ঘটাবে।

খুবাইব এমন শিক্ষা দিয়ে গেলেন সাঈদকে যা তিনি আগে জানতেন না...

তিনি শিখিয়ে গেলেন—জীবনের আসল অর্থ হলো একটি আকীদা ও বিশ্বাস আর মৃত্যু পর্যন্ত সেই আকীদা-বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

আরও শিখিয়ে গেছেন যে, সুদৃঢ় ঈমান সৃষ্টি করে অনেক বিস্ময়, তৈরি করে প্রচুর অলৌকিকতা।

আরও একটি বিশেষ বিষয় শিখিয়ে গেছেন, সেটি হলো যে নবীকে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এইভাবে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে সন্দেহ নেই যে, তিনি আসমান থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত সত্য নবী।

সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমেরের হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলেন ইসলামের জন্য। একদল মানুষের মাঝে তিনি দাঁড়ালেন আর স্পষ্টভাষায় কুরাইশের পাপ-পঙ্কিলতার সংশ্রব ত্যাগের ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা দিলেন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা বর্জন করার এবং আল্লাহর দীন ইসলাম কবুল করার।

* * *

সাঈদ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করে চলে গেলেন মদীনায়। আঁকড়ে ধরে থাকলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ। তাঁর সঙ্গে হাজির থাকলেন 'খাইবার' যুদ্ধে এবং পরবর্তী সকল রণাঙ্গনে।

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল, তিনি পরিণত হলেন পরবর্তী দুই খলীফা আবু বকর ও উমরের খোলা তরবারিতে। জীবন-যাপন করলেন একজন

মুমিনের এমনই বিরল দৃষ্টান্তরূপে, যিনি আখেরাত ক্রয় করেছেন দুনিয়া দিয়ে আর অগ্রগণ্য করেছেন আল্লাহর মর্জি ও সাওয়াবকে দেহের সকল আরাম ও নফসের সকল আকাঙ্ক্ষার ওপর।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত দুই খলীফাই ভালোভাবে জানতেন সাঈদ ইবনে আমেরের সততা ও তাকওয়ার কথা। তাঁরা শুনতেন তাঁর নসিহত, গভীর মনোযোগ দিয়ে কান লাগিয়ে থাকতেন তাঁর উপদেশবাণীর প্রতি।

তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে গেলেন খলীফা উমরের সঙ্গে, তাঁর শাসন আমলের সূচনার কোনো একদিনে। তিনি বললেন,

'উমর! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, মানুষের সেবা করার সময় আল্লাহকে ভয় করুন, কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের সময় মানুষের পরোয়া করবেন না। আপনার কথা যেন কখনোই কাজের বিপরীত না হয়। মনে রাখবেন সর্বশ্রেষ্ঠ কথা সেটাই যার বাস্তবায়ন ঘটে কর্মে।

হে উমর! কাছের ও দূরের মুসলিমদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন, যাদের জন্য আল্লাহ আপনাকে শাসক বানিয়েছেন। তাদের জন্য তাই পছন্দ করুন যা করেন নিজের ও পরিবারের জন্য, তাই অপছন্দ করুন যা করেন নিজের ও পরিবারের লোকদের জন্য। সত্যের জন্য সব কষ্ট স্বীকার করে নিন। আল্লাহর হুকুমের সামনে কোনো তিরস্কারের পরোয়া করবেন না।'

উমর জিজ্ঞাসা করলেন, এমন করতে কে সক্ষম হে সাঈদ!

তিনি জবাব দিলেন :

'এটা আপনার মতো সেই ব্যক্তিই করতে সক্ষম, যাকে আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদের শাসক বানাবেন এবং যার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে যার গভীর সম্পর্ক থাকবে।'

* * *